অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

বৃহস্পতিবার

৮ এপ্রিল ২০১০ ২৫ চৈত্র ১৪১৬
২২ রবিউস সানি ১৪৩১
রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪
বর্ষ ৬ সংখ্যা ১৯

৮ টাকা ২৪ | পৃষ্ঠা

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জনে দূতাবাসের অগ্রণী ভূমিকা পালনের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গার্মেন্ট বায়িং হাউস সমিতির নতুন কমিটি

বাংলাদেশ গার্মেন্ট বায়িং হাউস অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিবিএ) ২০০৯-১১ সালের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংগঠনের সভাপতি পদে কাইয়ুম রেজা চৌধুরী তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আমিনুল ইসলাম জুয়েল। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– প্রথম সহ-সভাপতি কে আই হোসেন, দ্বিতীয় সহ-সভাপতি হারুন অর রশীদ ও তৃতীয় সহ-সভাপতি এস এ নাসির। কোষাধ্যক্ষ হলেন সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ এ এইচ এম জাবেদ ও শাহ জামাল, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ আবু মাকসুদ রশিদ রেজা। সদস্যরা হলেন– ই এম মাহমুদুল হায়দার, সালেহ মোঃ জিয়াউল হক, আনোয়ার সহিদ, মাহমুদ ফেরদৌস, শাহজাহান আলী ভূঁইয়া এবং ইমরান আহাম্মেদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

১০ বছরে লিফট হতে পারবেন

■ সমকাল প্রতিবেদক

কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করে ১০ বছরেই হতদরিদ্ররা। এমনকি এজন্য কোনো জমি পেলেই সেখানে লিফট হাউস গড়ে তোল লিফট হাউস সম্পর্কে এমন ধারণা দেন এ সালামে অবস্থিত হাউজিং অ্যান্ড রিসার্চ ই হয়। এতে আরও বক্তব্য রাখেন লিফট হাউসের উপদেষ্টা মেজর (অব) সুধীর সাহা।

লিফট হাউস হলো এক ধরনের ভাসমান বাড়ি। বিশেষভাবে তৈরি এ ঘর বন্যার পানিতে বা জলাবদ্ধতার মধ্যে ভেসে থাকবে। পানি সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি আস্তে আস্তে নেমে যাবে। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী বর্তমানে কানাডা প্রবাসী পৃথুলা প্রসূণ এ প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন। লিফট হাউসের অর্থায়ন সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, লিফট হাউস, সরকার, ব্যাংক ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন হতে পারে। সরকার খাসজমি বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে, ওই জমি মর্টগেজ রেখে এবং লিফট হাউসের কনস্ট্রাকশন মূল্য মর্টগেজ রেখে খাসজমির দলিল জমা রেখে ব্যাংক গরিব মানুষের নামে ঋণ প্রদান করতে পারে। লিফট হাউস ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের টাকায় গরিব মানুষটির জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে। ব্যাংক নির্দিষ্ট সুদের বিনিময়ে ঋণ দেবে। লিফট হাউস তৈরির পরপরই গরিব পরিবারটি লিফট হাউসে বসবাস করবে। মাসে মাসে ওই পরিবার ভাড়ার হারে কিস্তি পরিশোধ করবে। এক সময় ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খাসজমি বরাদ্দের দলিল ফেরত দেওয়া হবে। এরপর ওই ব্যক্তি লিফট হাউসের পুরো মালিকানা পাবে। একইভাবে কোনো দরিদ্র ব্যক্তির জমি থাকলে একই প্রক্রিয়ায় ঋণ নিয়ে লিফট হাউসের মালিক হতে পারেন।

করেছিল, তা কিছুটা হলেও প্রশমিত হবে। পাশাপাশি স্বতন্ত্র পে-স্কেল আদায়েও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেষ্টা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানসহ তিন ডেপুটি গভর্নর উপস্থিত ছিলেন।

জুনের মধ্যে সরকার ঘোষিত পে-স্কেল না নিলে এরিয়া পাওয়া যাবে না এবং আশ্বাস দিয়েও স্বতন্ত্র পে-স্কেল বাস্তবায়ন না হওয়ায় এতদিন দোটানার মধ্যে ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিবিএ এবং অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের নেতার সরকার ঘোষিত পে-স্কেল বাস্তবায়ন কর হলে আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। সংগঠন দুটি তাদের সিদ্ধান্ত গভর্নরসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেয়। তাদের বাধার মুখে এতদিন সরকার ঘোষিত ২০০৯ সালের নতুন পে-স্কেল কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাস্তবায়ন কর হয়নি। তারা স্বতন্ত্র পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে আসছিল। এটা বিলম্বিত হওয়ায় এখন সরকারি পে-স্কেল বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। গত ১৮ মার্চ ব্যাংকের বোর্ডসভায় স্বতন্ত্র পে-স্কেল অনুমোদন করে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও মন্ত্রণালয় থেকে তেমন কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের